গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এস আই এ)

(নির্বাহী সারাংশ)

ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর কেওয়াতখালী ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প

□ ভূমিকা

কেওয়াতখালী সেতুটি ঢাকা-ময়মনসিংহ-ভারত সীমান্ত করিডোরের অংশ এবং এটি আঞ্চলিক ও স্থানীয় যোগাযোগের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যে উন্নততর সড়ক সংযোগ ভারতের সাথে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সহজ করতে সহায়তা করবে। বর্তমানে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব পাশের উত্তর-মধ্য জেলাগুলির বাসিন্দারা ময়মনসিংহ শহরের মধ্যে বিদ্যমান শম্ভুগঞ্জ সেতু দিয়ে ঢাকার সাথে যুক্ত। দুই লেন বিশিষ্ট শম্ভুগঞ্জ ব্রিজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪৫৫ মিটার এবং ১১ মিটার। এই শহরের সম্প্রসারণ এবং যানবাহন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত সেতুর ক্রসিং পয়েন্টের চারপাশে যানজট দূরীকরণে এবং বিদ্যমান সেতুর ধারণক্ষমতার ঘাটতি পূরণ করে ভ্রমণের সময় হ্রাস করতে একটি উন্নয়ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রকল্পটি ময়মনসিংহ শহরের ব্যস্ত কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে যানবাহনকে সরিয়ে নিয়ে যানজট নিরসন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। প্রস্তাবিত সেতুটি জাতীয় মহাসড়ক (এন ৩) ব্যবহার করে ঢাকার সাথে শেরপুর, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, নেত্রকানা, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য একটি নিরাপদ ও কার্যকর সংযোগ প্রদান করবে। এটি প্রত্যাশিত যে এই প্রকল্পটি জাতীয় বাজারের সাথে স্থানীয় বাজারের বৃহত্তর সংযোগ ঘটাবে এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রকল্পের অঙ্গসমূহ হলো: (i)ময়মনসিংহ শহরের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ৯০০ মি দীর্ঘ ৪ লেনের সেতু, (ii) ২০০ মিটার রেলপথ ওভারপাস, (iii) ৪০০ মিটার ওভারপাস র‍্যাম্প এবং (iv) পৃথক এসএমভিটি সহ ৬.১ কিলোমিটার ৪-লেনের এপ্রোচ সড়ক। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮১.৫৮৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে, যার মধ্যে বেসরকারী জমি, সরকারী জমি এবং সামাজিক সম্পত্তি যথাক্রমে ৮০.৯৭৭৯ একর, ০.৩০০৬ একর এবং ০.৩০৯ একর। তদুপরি, প্রকল্পের অধীনে যে জমি অধিগ্রহণ করা হবে সেগুলি এভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে কৃষিজমি (৫১.৬৭১২ একর), ভিটি ও বাণিজ্যিক জমি (২৫.৩৬৩ একর), এবং পুকুর ও খাদ (৪.৬০৭২ একর)।

এআইআইবির প্রকল্প প্রস্তুতির বিশেষ তহবিল হতে এই সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) সমীক্ষার অর্থায়ন করা হয়েছে । প্রয়োজনীয় সামাজিক মূল্যায়নের প্রকৃতি ও মাত্রা, তথ্য প্রকাশের ধরণ এবং অংশীজনের ভূমিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে এআইআইবি প্রতিটি প্রকল্প বাছাই এবং শ্রেণিবদ্ধ করে । এই প্রকল্পটি ”এ”শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত এবং বাছাইয়ে দেখা যায় যে ইএসএস১: পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ও ব্যাবস্থাপনা এবং ইএসএস২: অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন এবং বিধিমালা এবং এআইআইবির প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ডগুলি চিহ্নিত এবং আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের আলোচিত জাতীয় আইন ও বিধিগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ; অস্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও অধিযাচন আইন ২০১৭ (এআরআইপিএ), শ্রম সম্পর্কিত আইন (শ্রম আইন ২০০৬; বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫; এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতিমালা ২০১৩)। এ ছাড়াও, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রকল্পের অঙ্গসমূহ যত্ন সহকারে যাচাইয়ে দেখা যায় প্রকল্পটির ক্ষেত্রে, এআইআইবি ইএসএস ১: পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়ন ও ব্যাবস্থাপনা; এবং ইএসএস ২: অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রযোজ্য।

প্রাসঙ্গিক আইন ও ইএসএস সমূহ পর্যালোচনার পর তাদের মধ্যে প্রধান ফারাকসমূহ ও তা পূরণের সম্ভাব্য উপায়গুলো সম্মন্ধে ধারণা দেয়া হয়েছে। ইএসএস১ সংক্রান্ত জাতীয় আইনের মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (ইসিআর,১৯৯৭), শ্রম আইন ২০০৬; বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫; এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩ এবং পুরাকীর্তি আইন ১৯৬৮ । ইসিআর ১৯৯৭ পরিবেশগত সমীক্ষার (ইএইএ) মূল ভিত্তি যদিও এটা ইএসএস ১ এর সমস্ত বিষয় সমূহ ধারন করে না। সরকার নির্ধারিত ইএইএ-র ভিত্তিতে পারিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা

হয়েছে, যার সাথে বিকল্পসমূহ বিশ্লেষণ ও জনগনের মতামত যোগ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ইআইএ,এসআইএ ও আরপি প্রস্তুত করা হয়েছে ।

শ্রম-সম্পর্কিত আইনসমূহ ইএসএস১ এ বর্ণিত নিরাপদ কাজের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সকল আবশ্যিকতা পূরণ করে না। আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গাইডলাইন অনুসরণ এবং দরপত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রশমনের পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা হবে। এ প্রকল্পে কোন শিশু শ্রমিক নিয়োগ হবে না।

প্রকল্পের বর্তমান এ্যালাইমেন্ট অনুযায়ী নির্মাণ কাজ কোন প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ বা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। তবে প্রকল্পের সীমানা ঘেষে কিছু মসজিদ ও মাদ্রাসা আছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন বা প্রস্তুতিমূলক কাজে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হলে পূর্বানুমোদিত ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ পরিকল্পনা ইএস এমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতঃ প্রশমনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এআরআইপিএ ২০১৭ ও ইএসএস২ এর মাঝে চিহ্নিত ব্যবধানসমূহ পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামো (আরপিএফ) এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় (আরপি) গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে নিরসন করা হবে। ক্ষতিপূরণ, প্রতিস্থাপন ব্যয় (ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ এবং আয়ের জন্য), পুনর্বাসন এবং জীবিকার সহায়তা প্রদানের সময় আইনি অধিকারবিহীন ক্ষতিগ্রস্থরাও বিবেচিত হবে। এ সমস্ত ব্যবস্থা প্রাক-প্রকল্প অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা সংরক্ষণ করবে। দারিদ্র্যসীমার নীচে, ভূমিহীন, প্রবীণ, মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবার এবং আইনী অধিকারবিহীন ব্যক্তি সহ দুর্বল গোষ্ঠীসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। প্রকল্পটি এআইআইবি প্রশমন অগ্রধিকার অনুসরন করবে, একটি জিআরএম প্রতিষ্ঠা করবে, বাস্তবায়ন কালে যথাযথ পরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং একটি বিস্তারিত পরিবীক্ষণ কৌশল বাস্তবায়ন করবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক ভিত্তি উপাত্তসমুহ অন্তর্ভুক্ত আছে, যা প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিশেষত পুর্ত কাজের সূচনার পূর্বে প্রভাবসমূহ সনাক্তকরণ, ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং মূল্যায়ন করার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি নির্নয়ের জন্য মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎসহিসেবে ওয়েবসাইটের তথ্য, বই এবং জার্নালে বিদ্যমান গবেষণা তথ্য ও বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য পাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। এসআইএ’র জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে জরিপ, সাক্ষাৎকার এবং মতবিনিময় সভা ব্যবহার করা হয়েছে। উপরন্তু, তথ্য-উপাত্তের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাবসায়ী, কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে, অপরদিকে বর্ণনামূলক কৌশল ব্যবহার করে গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে জরীপকৃত পরিবারেরসমূহের কিছু বর্ণনামূলক তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

- জরীপকৃত পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫। পরিবারের সদস্যদের শতকরা ৫১ ভাগ পুরুষ, ৪৯ ভাগ মহিলা।
- জরীপকৃত পরিবারের প্রাক্কলিত নির্ভরতা হার ৫৩.৪৬%
- শতকরা প্রায় ৭৪.২৫ ভাগ জনসংখ্যা শিক্ষিত বাকী ২৫.৭৫ ভাগ নিরক্ষর। শিক্ষিতদের ১৬.১৭ ভাগ প্রাথমিক পর্যন্ত ১৩.৭৭ ভাগ এইচএসসি পর্যন্ত এবং এক তৃতীয়াংশ মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করেছে।

- জরীপকৃত পরিবারের উল্লেখযোগ্য পেশাসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী (৯.৭৮%) চাকুরীজীবি (২২.৫৬%) এবং ছাত্র (৩৪.৫৯%)।

চতুর্থ অধ্যায় প্রকল্পের কারণে সামাজিক প্রভাবগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং পরবর্তী পূর্ত কাজসমূহ বেশ কিছু বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তবে উপযুক্ত প্রশমন কৌশল অবলম্বন করে এই বিরূপ প্রভাবসমূহ প্রশমন বা নির্মূল করা যেতে পারে। প্রকল্পের গুরুতর বিরূপ প্রভাবের মধ্যে রয়েছে (ক) বাস্তুচ্যুত বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, দুঃস্থ ও মহিলা জনগোষ্ঠি (খ) মাদ্রাসা ও মাজারের মতো সামাজিক অবকাঠামো এবং (গ) প্রকল্প এলাকা সংলগ্ন ভবনসমূহ যা, নির্মাণ কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসআইএতে এই সমস্ত প্রভাবগুলির প্রশমন ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাস্তু-চ্যুতি এবং জীবিকার উপরও এর প্রভাব পড়বে।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৮১.৫৮৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং প্রকল্পের অধীনে যে ধরণের জমি অধিগ্রহণ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি (৫১.৬৭১২ একর), বসতবাড়ি এবং বাণিজ্যিক জমি (২৫.৩৬৩ একর) এবং পুকুর ও খাদ (৪. ৬০৭২ একর)। সামাজিক প্রভাব জরীপ থেকে জানা গেছে যে প্রকল্পের সীমানার মধ্যে ৬৫০টি পরিবার রয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ৩৫৯,২৮৫ বর্গফুট আয়তনের ৪৬৭ টি কাঠামো। পরিবারসমূহের প্রায় ৪০ শতাংশ তাদের আবাসভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হবে এবং আরও ৪৬ শতাংশ তাদের বাণিজ্যিক জমি থেকে বাস্তুচ্যুত হবে। অধিকন্তু, পরিবারসমূহের ১৫ শতাংশ বাড়িঘর এবং বাণিজ্যিক জমি উভয়ই হারাবে। ৬৫০ পরবারের মধ্যে, ৪৩.৪ শতাংশের ব্যবসার ক্ষতির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত জমি (২০ শতাংশ), সরকারী জমি (১০ শতাংশ) এবং অন্যান্য ব্যক্তি ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত (৬৯.৫৯%)। সুতরাং, এর ফলে স্বত্বাধিকারী নির্বিশেষে ব্যবসায়িক উপার্জন এবং ভাড়া দেয়া কাঠামো থেকে আয় ক্ষতিগ্র হতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায় কর্মরত কর্মচারী, দিনমজুর, কৃষক এবং চাকুরিজীবীরাও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী জীবন-জীবিকার ক্ষতির শিকার হবেন বলে ধারণা করা যায়। এ ছাড়াও বেশকিছু সামাজিক ও ধর্মীয় স্থাপনা যেমন মসজিদ (৪), মাদ্রাসা (২) এবং মাজার (১) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এছাড়াও, এই প্রকল্পে বিভিন্ন ধরণের শ্রমিক নিয়োগ করা হবে, এবং বিভিন্ন ঝুঁকি এর সাথে জড়িত রয়েছে; নীচে অন্যতম কয়েকটি ঝুঁকির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলোঃ এই অধ্যায়ে যে সকল ঝুঁকির উল্লেখ করা হয়েছে: (ক)নির্মান কাজের সময় নিরপত্তা যেমন আঘাত / দুর্ঘটনা যা ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুর কারণ হতে পারে; (খ) কর্মক্ষেত্রে ধূলিকণা এবং উঁচু মাত্রার শব্দের কারণে স্বল্পকালীন প্রভাব; (গ) রাসায়নিক / বিপজ্জনক বর্জ্যর কারণে জীবনে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব; (ঘ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক মজুরি প্রদান না করা; (ঙ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক সুবিধাদি (ক্ষতিপূরণ, বোনাস, প্রসূতি কল্যাণ) প্রদান না করা; (চ) চাকরিতে বৈষম্য; (ছ) শ্রম আদায়ে জোরপ্রয়োগ ; (জ) মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা; (ঝ) গর্ভবতী মহিলাদের এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অপ্রতুল সুযোগসুবিধা (ঞ) কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি।

পঞ্চম অধ্যায়ে উপরে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্থদের বিষয়ে পুনর্বাসন সুবিধাদি মূল্যায়নের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এখানে ক্ষতিগ্রস্থদের বিরূপ প্রভাবসমূহ প্রশমিত করার পদক্ষেপগুলি আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রাপ্যতা, পুনর্বাসন নীতি, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য একটি পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামো (আরপিএফ) প্রণয়ন করা। প্রকল্পটির পুনর্বাসন নীতিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে (ক) জমির স্বত্ব থাক বা না থাক সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান (খ) হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণ এবং (গ) সকল শ্রেণির বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনরুদ্ধার বা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। প্রকল্পের কারনে বাস্তুচ্যুত পরিবার / ব্যক্তির পাওনা নিষ্পত্তি করার সময় বাজার মূল্য অনুসারে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন ব্যয়ে জমি

এবং অন্যান্য সম্পদের জন্য নগদ ক্ষতিপূরণ পাবেন। প্রকল্পের নির্মাণকালীন সময়ে ন্যূনতম বিঘ্ন নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং, যে পরিবারগুলি বাস্তুচ্যুত হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে তারা ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর সহায়তা এবং ভাতা পাবেন। নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলি পূনবার্সন পরিকল্পনাকে সমর্থন করবে যা অধ্যায়টিতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। যে মূল কৌশলগুলি / নীতিগুলি অনুসরন করা হবে, সেগুলি হ'ল: (ক) প্রমশনের অগ্রধিকার অনুসরন; (খ) যেক্ষেত্রে পূনবার্সন অপরিহার্য্য সেক্ষেত্রে আরএপির প্রস্তুতি ; (গ) প্রতিস্থাপন ব্যয় সংক্রান্ত নীতি; (ঘ) পরামর্শ ও যোগাযোগ; (ঙ) স্বত্বহীনদের এবং মহিলা সহ দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা; (চ) পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ; (ছ) কার্যত জমি দখলের আগে ক্ষতিপূরণ প্রদান; এবং (জ) জিআরএম প্রতিষ্ঠা;

প্রস্তাবিত প্রাপ্যতা ম্যাক্সিক্স বাংলাদেশ সরকারের বিধি বিধান এবং এ আইআইটি-র ইএসএস অনুসরনে প্রস্তুত করা হয়েছে:

ক্ষতির ধরণ	মালিক ব্যক্তি	মালিকানাস্বত্ব
১।সকল প্রকারের জমি	জেলা প্রশাসক কতৃক নির্ধারিত আইনি মালিক	▪ কৃষিজমি, পুকুর ও বাগানের জন্য: বর্তমান বাজার মূল্য + ১০% নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাবে + এক বছরের ফসল, মাছ, ফল ইত্যাদির জন্য ১০%; ▪ আবাসন ও বাণিজ্যিক জমির জন্য: বর্তমান বাজার মূল্য + এটির ১০% নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাবে + জমি উন্নয়নের জন্য এর আরও ১০%; ▪ প্রতিটি প্রকল্প জেলায়, জমির বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্থ জমির ফসল, মাছ, ফলমূল ও জমি উন্নয়নের জন্য সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (পিভিএসি) গঠিত হবে
২।সব ধরণের অবকাঠামো	আইনি মালিক	▪ গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) হার অনুসারে কাঠামোর বর্তমান মূল্য; ▪ স্ট্রাকচার ট্রান্সফার গ্রান্ট (এসটিজি) হিসাবে অবকাঠামোর মানের ১২.৫%; ▪ স্ট্রাকচার পুনর্গঠন অনুদান (এসআরজি) হিসাবে অবকাঠামোর মূল্যের ১২.৫%; ▪ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পিআইএ) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকরা বিনা মূল্যে সমস্ত উদ্ধারযোগ্য উপকরণগুলি সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি পাবে।
৩।সব ধরণের গাছ	আইনি মালিক	▪ সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি (পিভিএসি) দ্বারা নির্ধারিত গাছের বর্তমান বাজার মূল্য; ▪ ফলের ক্ষতিপূরণ (পিভিএসি) দ্বারা নির্ধারিত হবে; ▪ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পিআইএ) কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকরা বিনা মূল্যে উদ্ধারযোগ্য উপকরণ গ্রহণের অনুমতি পাবেন।
৪।ব্যবসায় থেকে আয় ক্ষতি	আইনি মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	ব্যবসায় থেকে ছয় মাসের সমপরিমাণ নগদ ক্ষতিপূরণ এবং প্রতি মাসে নিট আয় পিভিএসি দ্বারা নির্ধারিত হবে।
৫।ভাড়া দেওয়া অবকাঠামো থেকে আয়ের ক্ষতি	আইনি মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	মালিকদের ছয় মাসের ভাড়ার পরিমাণ হিসাবে দেওয়া হবে।

৬।ব্যবসায়ের কর্মচারী	আইনি মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীকে ১৮,০০০ টাকা: ৬,০০০ X ৩ মাসের জন্য দেওয়া হবে।
৭।গৃহস্থালী সুবিধা	আইনি মালিক	প্রতিটি ধরণের সুবিধার জন্য নগদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (পিভিএসি) দ্বারা নির্ধারিত হবে।
৮।ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্প বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (পিডিপি)	মহিলা, আদিবাসী, বৃদ্ধ বয়স্ক, সম্পূর্ণ অক্ষম এবং অতি দরিদ্র	প্রতিটি ধরণের দুর্বলতার জন্য প্রতিটি পিডিপি নগদ অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাবে। যদি কোনও পিডিপি একাধিক সূচক দ্বারা দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হয় তবে তিনি প্রতিটি সূচকে ৫০০০ টাকার সমপরিমাণ পরিমাণটি পাবেন।
৯।আদিবাসী মানুষ	আদিবাসী মানুষ	সকল আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থকে নগদ অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও, তারা উপরের ক্লজ -৮ অনুসারে অনুদানও পাবে।
১০। ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি সম্পদ	আইনি মালিক	সকল ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সম্পত্তি কমিউনিটির পছন্দসই জায়গাগুলিতে স্থানান্তরিত হবে যদি কমিউনিটি পরিবর্তে নগদ ক্ষতিপূরণ চায়, তবে পরিমাণটি ক্লজ: ১-৭ এর অধীনে নির্ধারণ করা হবে।
১১। যখন জমির একটি অংশ অধিগ্রহন এলাকার মধ্যে থাকে	আইনি মালিক	জমি অধিগ্রহনে যদি অপর্যাপ্ত অংশ বিদ্যমান থাকে যা তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে/বসবাসের অপর্যাপ্ত হবে, তবে পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চলাকালীন অবশিষ্ট জমি এবং অবকাঠামোগুলির অপর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
১২। আয় এবং কর্মসংস্থান হ্রাসকারীদের সহায়তা	আইনি মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	পুনর্বাসন সহায়তা কেবল তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির জন্যই নয়, পিডিপিদের জীবন-জীবিকা ও জীবনযাত্রার মান ফিরিয়ে আনার জন্য একটি রূপান্তকালীল সময়ও সরবরাহ করা হবে। এই ধরনের সহায়তা স্বল্পমেয়াদী চাকরি, জীবিকা নির্বাহের সহায়তা এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়িক কর্মীদের বেতন, ব্যবসায় এবং ভাড়াটে অবকাঠামোথেকে আয় হ্রাস ইত্যাদি ।
১৩। মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি ও দুর্বল পিডিপিদের আর্থিক সহায়তা	আইনি মালিক এবং মালিকানাসত্ত্ব বিহীন ব্যক্তি	বাস্তুচ্যুত, দরিদ্র, ভূমি, জাতিগত সংখ্যালঘু, মহিলা, শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের আইনী উপাধিবিহীনদের প্রতিকূল প্রভাবগুলির কারনে সকল ঝুঁকি এবং প্রশমন ব্যবস্থা পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রয়োজন এবং তাদের শনাক্তকরণ ব্যবস্থায় চিহ্নিত নিশ্চিত করা উচিত। তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা প্রদান করা উচিত যা আর্থ-সামাজিক সূচকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
১৪। গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক জমি খালি করার সময়	আইনি মালিক	স্থানচ্যুতি আগেই সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং স্থানান্তরকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির হবে। স্থানান্তরের পূর্বে পুনর্বাসনের জায়গায় পর্যাপ্ত নাগরিক অবকাঠামো সরবরাহ করতে হবে। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির পরে, জমি উন্নয়ন ও স্থানান্তরের জায়গায় নতুন কাঠামো নির্মাণের জন্য পিডিপিদের ৬ মাস সময় দেওয়া প্রয়োজন।

১৫। আরএপি এবং এর বাস্তবায়নে পর্যাপ্ততা এবং দক্ষতা	আইনি মালিক	কার্যকর আরএপি প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা পিইএ এবং পিআইএ করবে। এর মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, তদারকি, পরামর্শ, এবং পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মানব সম্পদের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
১৬। অভ্যন্তরীণ পণ্য এবং অবকাঠামোর উপকরণ স্থানান্তর	আইনি মালিক	যারা বাড়ি এবং / বা ব্যবসায় হারাবেন তাদের কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণের ৫% সমতুল্য একটি অনুদান দেওয়া হবে
১৭। ক্ষতিপূরণ অর্থের উপর কর	আইনি মালিক	সকল ক্ষতিপূরণ এবং অনুদানকে জিওবি কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে
১৮। বাস্তুচ্যুত বাড়ি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তর	আইনি মালিক	যখন বেশকিছু পিডিপি একটি স্বতন্ত্র ভাবে বাস্তুচ্যুত হয় পুনঃস্থাপন করা হয়। সড়ক প্রকল্পে এটি খুব বিরল। যদি কোন স্থানান্তরিত স্থান থাকে তবে আগত পিডিপিদের সেখানে বাজার মূল্যে জমি কিনতে হবে এবং স্থানান্তরের জায়গা অবশ্যই হারানো জমির আকারের বেশি হবে না

দ্রষ্টব্য: এই ম্যাট্রিক্সগুলিতে সংজ্ঞায়িত না হওয়া যে কোনও অপ্রত্যাশিত প্রভাব এবং সমস্যাগুলি জেভিসি এবং পিভিএসি এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তের জন্য জিআরসি-এর নোটিশে দেওয়া হবে।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রাথমিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যয় এবং বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয় যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোট বাজেট ৫৪৪২৮২৫২০৬ টাকা, যার মধ্যে জেলা প্রশাসক অফিস ৪৫৪৫৩৫৪৮৬১১১ টাকা প্রদান করবে এবং সওজ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের অনুদান হিসাবে ৯০৭০৩৯০৯৪ টাকা প্রদান করবে। জমি অধিগ্রহণের জন্য মোট আনুমানিক ব্যয় ৪১১৮০২৩৮৩৫ টাকা এবং এটি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। ২০০% প্রিমিয়াম সহ মৌজার হার, সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য প্রতিস্থাপন ব্যয় (এমএআরভি) এর পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বিবেচনা করা হয়নি। পিভিএসি জমির প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্ধারণ করবে।

তদুপরি, ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর ক্ষতিপূরনের প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১৭৩৯১৭৭০ টাকা। প্রকল্পটি গাছ এবং স্থায়ী ফসলেরও ক্ষতি করতে পারে। পূর্বাভাস করা হয়েছে যে গাছ এবং স্থায়ী ফসলের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৯৭৬৫০ টাকা এবং ৩০৯৭০৩২ টাকা হবে। পুনর্বাসন অনুদান এবং ভাতা সহ অন্যান্য পুনর্বাসনের সুবিধাগুলির জন্য মোট বাজেট ৯০৯,২৭৬,৯৫১ টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরএপি বাস্তবায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০০,০০,০০০ টাকা। আরএপি বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে আরএপি বাস্তবায়নকারী সংস্থার অপারেশনাল ব্যয়, বাহ্যিক তদারকি সংস্থার পরিচালন ব্যয়, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জীবিকা নির্বাহের প্রশিক্ষণ, স্থানান্তরের সাইটগুলিতে নাগরিক সুযোগসুবিধা (গুচ্ছাকারেস্থানান্তরের ক্ষেত্রে) পিভিএসি, জিআরসি, পিআরএসি এর প্রশাসনিক ব্যয় এবং পিইএর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

অষ্টম অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। পুনর্বাসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (আরএপি) বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং

পুনর্বাসন পরিকল্পনার সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সংযোগের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প পরিচালনা দলের ভূমিকা, পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং জাতীয় পরামর্শকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপত্র করা হয়েছে। অধিকন্তু, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব যেমন: পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা কমিটি, যৌথ যাচাই কমিটি, সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি, অভিযোগ নিরসন কমিটি এবং পুনর্বাসন সহায়তা কমিটির দায়িত্বও করা হয়েছে। কমিটির পরিধিসমূহ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই অধ্যায়ে একটি বিস্তারিত প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যা আরএপি সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

নবম অধ্যায়ে আরপি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুমোদিত আরএপি-র ভিত্তিতে পুনর্বাসনের কার্যক্রমের সমস্ত দিকের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন পরিবীক্ষনের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত, এই অধ্যায়টি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটিকেই গুরুত্বারোপ করে যা আরএপি পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির (এমইএস) উদ্দেশ্যগুলি হ'ল (ক) পুনর্বাসনের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন এবং ব্যবহার, (খ) যথাযথ ইনপুট প্রদান পদ্ধতি ব্যবহার এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই নিশ্চিত করা; (গ) ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সিস্টেমে কোনও ব্যর্থতা দেখা দিলে তা সময়মতো সংশোধনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং (ঘ) ডিজাইন ত্রুটির কারণে সমস্যা (উদাহরণস্বরূপ ভুল অনুমানের কারণে) পলিক্ষিত হলে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অধ্যায়টি তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত বিস্তারিত পদ্ধতি এবং পুনর্বাসনের অগ্রগতি বা নির্দেশক বিভিন্ন সূচক তুলে ধরেছে।

পিআইএ এবং পিইএ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে আরএপি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে। তদুপরি, আরএপি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পিআইএর প্রতিদিনের কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষন করবে নির্মাণ তদারকি পরামর্শক দলের জাতীয় পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ (এনআরএস)। পিআইএ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কিত বাস্তবায়ন কার্যক্রম এর উপর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী (পিইএ) কে হালনাগাদ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেবে। এরপরে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি পিইএ দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে এবং এআইআইবি এবং / বা বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত অন্যান্য সংস্থাগুসমূহকে প্রদান করা হবে। এনআরএস পিআইএকে এআইআইবির জন্য সামগ্রিক প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করবে। বহি:পরিবীক্ষণ একটি স্বতন্ত্র বহিরাগত পর্যবেক্ষণ সংস্থা (ইএমএ) এবং এআইআইবি দ্বারা পরিচালিত হবে। বাজেটে ইএমএর প্রয়োজনীয় কার্যচালনার ব্যয় ধরা হয়েছে। পিইএ আরএপি বাস্তবায়ন কালের জন্য ইএমএ নিয়োগ করবে। ইএমএ আরএপি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি এবং প্রতিপালন সংক্রান্ত একটি অর্ধ-বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন জমা দেবে। এআইআইবি আরএপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে এবং পিআইএ, ইএমএ, এবং পিইএকে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে এবং আরএপি বাস্তবায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করার জন্য গাইড করবে।

দশম অধ্যায়ে প্রকল্পটিতে অভিযোগ নিয়ে কাজ করার প্রক্রিয়াটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের যে কোনও পর্যায়ে অভিযোগ উঠতে পারে। পুনর্বাসন এবং প্রকল্প-সংক্রান্ত বিরোধগুলি পরিচালনা ও দক্ষতার সাথে সমাধান করার জন্য, জিআরএম প্রক্রিয়াটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। আইটি-ভিত্তিক জিআরএমের পাশাপাশি পুনর্বাসন সুবিধা, স্থানান্তরকরণ এবং অন্যান্য সহায়তা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় স্তরের জিআরএম তৈরি করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন, পরিবেশ, সুরক্ষা এবং সামাজিক কারন থেকে উদ্ভূত প্রকল্প স্তরের বিরোধগুলি সমাধানের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তি করতে জিআরএম আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সমস্যা চিহ্নিত করে তা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ নিরসন কমিটিতে (জিআরসি) প্রেরণ করবে। জনগন সরাসরি পিআইএ-র স্থানীয় অফিসের মাধ্যমেও অভিযোগ নিরসন কমিটিতে

আবেদন করতে পারবে। জিআরসি তাদের কর্ম-পরিধির মধ্যে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা নিবে। তারা অভিযোগ দাখিলের ২১ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীর শুনানী গ্রহণ করবে। জিআরসির সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে। অভিযোগকারী যে কোন সময় আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্য আদালতে যেতে পারবে। এ ছাড়াও শ্রমিকদের বিষয়ে একটি আলাদা জিআরএস প্রতিষ্ঠিত হবে। যা মজুরীর হার, সুবিধাবাদীর অপ্রতুলতা এবং শ্রম সরবরাহকারী তদারককারী বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মহিলা কর্মীদের লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন হেনস্তা বা হয়রানী বিষয়ে অভিযোগ প্রতিকার করবে।

একাদশ অধ্যায়টি এআইআইবির পরিবেশ ও সামাজিক নীতি অনুসারে গণ-পরামর্শ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। সওজ প্রকল্পের পুরো সময়কাল জুড়ে বিশেষত প্রকল্প প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের সময়কালে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের উপর প্রভাবগুলির ঝুঁকি এবং তীব্রতার সাথে সমানুপাতিক হারে অংশীজন আলোচনার আয়োজন করবে। সুতরাং, এআইআইবির ইএসপি'র প্রয়োজনীয়তা এবং দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রকল্পের ফলে বাস্তুচ্যুত এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন ব্যক্তিগণসহ মূল অংশীদারদের সাথে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলির সাথেও একটি বিস্তারিত পরামর্শ কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়েছে। পরামর্শকালে লোকজনকে যে সমস্তবিষয়ে অবহিত করা হয়েছে: (i) প্রকল্পের পটভূমি, (ii) জনগণ এবং অংশীদারদের উপর প্রকল্পের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব; (iii) জনগণকে এআইআইবির ইএসএফ, এআরআইপিএ ২০১৭, জিওবি বিধি মোতাবেক ক্ষতিপূরণের বিধান এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। (iv) অংশীদারদের প্রকল্পের নকশা এবং প্রশমন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যাতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাদের পরামর্শগুলি সংযুক্ত করতে পারে; (v) প্রস্তাবিত সুরক্ষা ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জনগণের পরামর্শ থেকে গৃহীত হয়েছিল: (ক) প্রকল্পের বিষয়ে তাদের মতামত, বিশেষত সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব, (খ) বিরূপ প্রভাবের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থা, (গ) ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার দানের আরও ভাল উপায়; এই অধ্যায়ে ইএসআইএ এবং আরএপি-র প্রকাশের কৌশলগুলিরও রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

এ আইআইবির তথ্য প্রকাশ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সওজ ইএসআইএ এবং আরএপির সারাংশ প্রকাশ করবে। আরএপির সারাংশ বুকলেট আকারে যত দুত সম্ভব প্রকাশ করা হবে। আরএপি এবং বুকলেটের কপি প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণ এবং সুশীল সমাজের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।